COMMUNICATION (2)

SEM-5

HMV

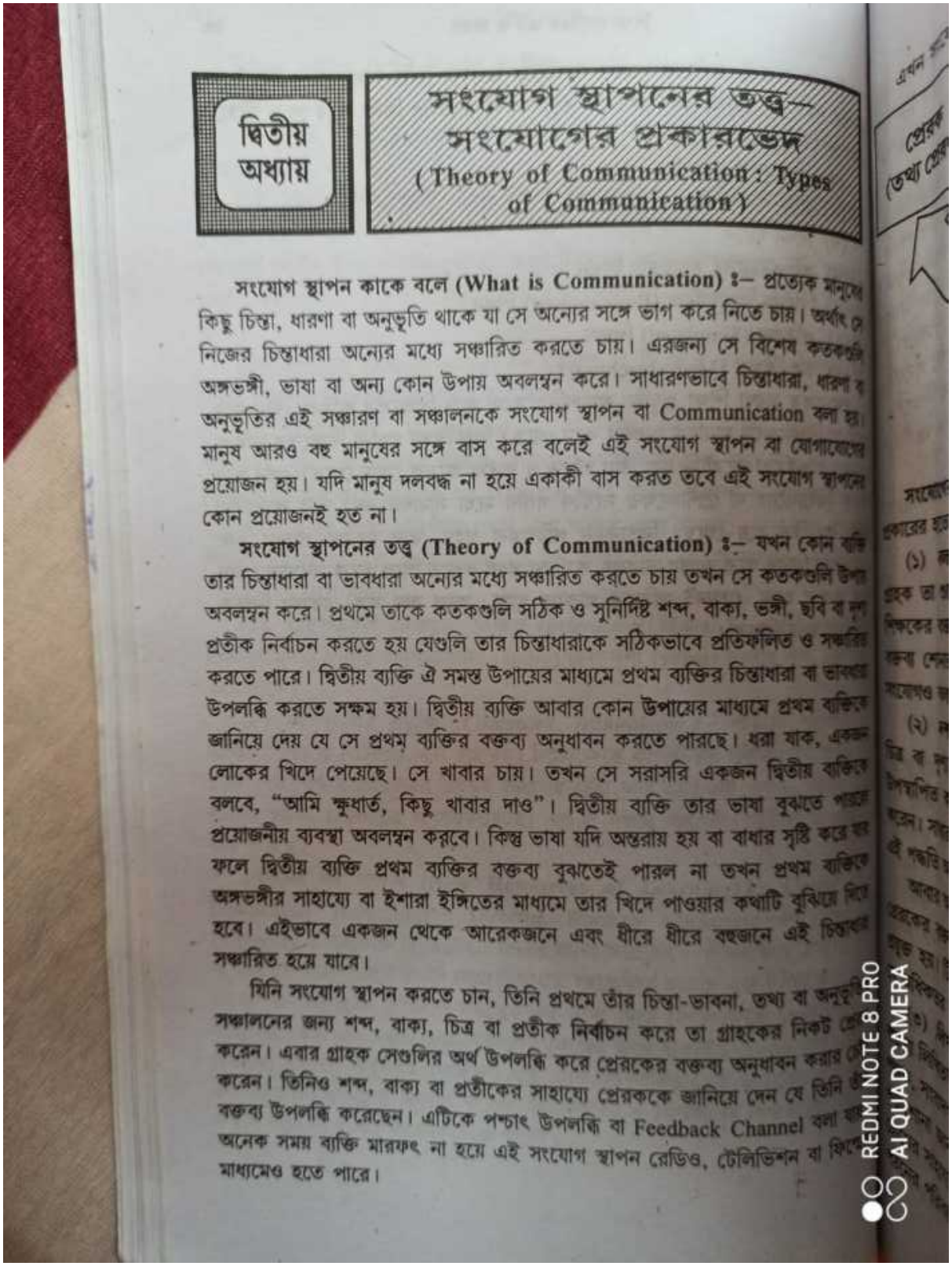

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংযোগ স্থাপনের তত্ত্ব— সংযোগের প্রকারভেদ (Theory of Communication : Types of Communication)

সংযোগ স্থাপন কাকে বলে (What is Communication) :– প্রত্যেক মানুষের কিছু চিন্তা, ধারণা বা অনুভূতি থাকে যা সে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। অর্থাৎ সে নিজের চিন্তাধারা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চায়। এরজন্য সে বিশেষ কতকগুলি অঙ্গভঙ্গী, ভাষা বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করে। সাধারণভাবে চিন্তাধারা, ধারণা বা অনুভূতির এই সঞ্চারণ বা সঞ্চালনকে সংযোগ স্থাপন বা Communication বলা হয়। মানুষ আরও বহু মানুষের সঙ্গে বাস করে বলেই এই সংযোগ স্থাপন বা যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। যদি মানুষ দলবদ্ধ না হয়ে একাকী বাস করত তবে এই সংযোগ স্থাপনের কোন প্রয়োজনই হত না।

সংযোগ স্থাপনের তত্ত্ব (Theory of Communication) :– যখন কোন ব্যক্তি তার চিন্তাধারা বা ভাবধারা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চায় তখন সে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করে। প্রথমে তাকে কতকগুলি সঠিক ও সুনির্দিষ্ট শব্দ, বাক্য, ভঙ্গী, ছবি বা নানা প্রতীক নির্বাচন করতে হয় যেগুলি তার চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত ও সঞ্চারিত করতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ সমস্ত উপায়ের মাধ্যমে প্রথম ব্যক্তির চিন্তাধারা বা ভাবধারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার কোন উপায়ের মাধ্যমে প্রথম ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয় যে সে প্রথম ব্যক্তির বক্তব্য অনুধাবন করতে পারছে। ধরা যাক, একজন লোকের খিদে পেয়েছে। সে খাবার চায়। তখন সে সরাসরি একজন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলবে, "আমি ক্ষুধার্ত, কিছু খাবার দাও"। দ্বিতীয় ব্যক্তি তার ভাষা বুঝতে পারলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। কিন্তু ভাষা যদি অন্তরায় হয় বা বাধার সৃষ্টি করে যার ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির বক্তব্য বুঝতেই পারল না তখন প্রথম ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে বা ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে তার খিদে পাওয়ার কথাটি বুঝিয়ে দিতে হবে। এইভাবে একজন থেকে আরেকজনে এবং ধীরে ধীরে বহুজনে এই চিন্তাধারা সঞ্চারিত হয়ে যাবে।

যিনি সংযোগ স্থাপন করতে চান, তিনি প্রথমে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, তথ্য বা অনুভূতি সঞ্চালনের জন্য শব্দ, বাক্য, চিত্র বা প্রতীক নির্বাচন করে তা গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করেন। এবার গ্রাহক সেগুলির অর্থ উপলব্ধি করে প্রেরকের বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। তিনিও শব্দ, বাক্য বা প্রতীকের সাহায্যে প্রেরককে জানিয়ে দেন যে তিনি তাঁর বক্তব্য উপলব্ধি করেছেন। এটিকে পশ্চাৎ উপলব্ধি বা Feedback Channel বলা হয়। অনেক সময় ব্যক্তি মারফৎ না হয়ে এই সংযোগ স্থাপন রেডিও, টেলিভিশন বা ফিল্মের মাধ্যমেও হতে পারে।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

এখন সংযোগ স্থাপনের পদ্ধতিটি একটি চিত্ররূপের সাহায্যে বোঝানো যাক —

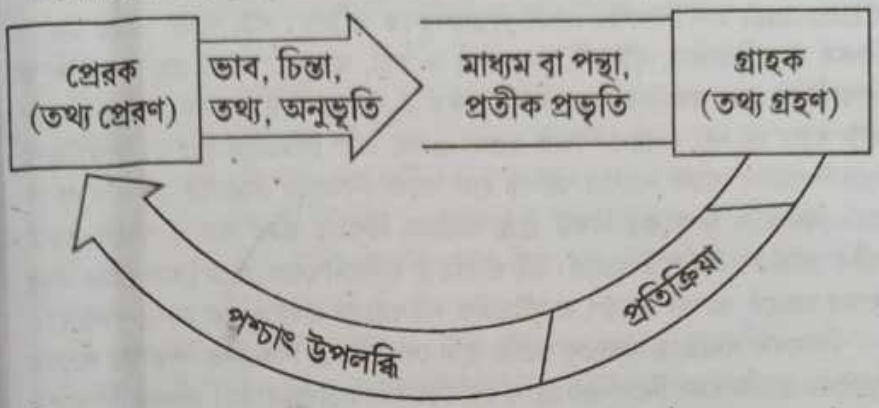

সংযোগ স্থাপন পদ্ধতির রেখাচিত্র

সংযোগের প্রকারভেদ (Types of Communication) ঃ— সংযোগ স্থাপন বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আলোচনা করা যাক —

(১) ***বলা ও শোনা (Speaking-Listening) ঃ—*** এই পদ্ধতিতে প্রেরক বলেন এবং গ্রাহক তা শুনে উপলব্ধি করেন। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক বলেন এবং শিক্ষার্থীরা তা শুনে শিক্ষকের বক্তব্যের মর্ম উপলব্ধি করে। ঠিক তেমনই রেডিও বা টেপ-রেকর্ডারে কোন বক্তব্য শোনার পর তা বুঝতে পারা এই জাতীয় সংযোগের দৃষ্টান্ত। এটিকে মৌখিক সংযোগও বলা হয়।

(২) ***দর্শন-পর্যবেক্ষণ (Visualising-Observing) ঃ—*** এই পদ্ধতিতে প্রেরক কোন চিত্র বা দৃশ্য প্রতীকের (Visual Symbol) সাহায্য নেন। এগুলি গ্রাহকের সামনে উপস্থাপিত করলে গ্রাহক সেগুলির সহায়তায় প্রেরকের বক্তব্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। সাধারণ জীবনে আমরা যখন ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে গাড়ি থামাই বা চালাই, তখন এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতিকে দৃশ্য-সংযোগও বলা হয়।

আবার অনেক সময় উপরের দুটি পদ্ধতি একই সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। গ্রাহক যখন প্রেরকের বক্তব্য ভাষা এবং চিত্র উভয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করেন তখন এই যৌথ পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়। টি.ভি. বা সিনেমা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই জাতীয় সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা যে অধিকতর ফলপ্রসূ তা প্রমাণিত হয়েছে।

(৩) ***লিখন-পঠন (Writing-Reading) ঃ—*** এই পদ্ধতিতে প্রেরক গ্রাহককে তার বক্তব্য লিখিতভাবে জানান। গ্রাহক তা পাঠ করে প্রেরকের বক্তব্য উপলব্ধি করেন। চিঠি, পুস্তক, সংবাদপত্র ইত্যাদিতে এই পদ্ধতিতে সংযোগ স্থাপন করা হয়। কিন্তু পঠনের ক্ষেত্রে পড়াশোনা জানা চাই এবং চোখের ব্যবহার অপরিহার্য। এই প্রসঙ্গে বলা ভাল, অন্ধরা চোখের সাহায্য না নিয়ে উঁচু-উঁচু ব্রেইল অক্ষর স্পর্শ করে পড়তে পারেন। এদের ক্ষেত্রে পঠনের পরিবর্তে স্পর্শানুভূতি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

শিক্ষাক্ষেত্রে সংযোগ – শ্রেণীকক্ষে (Educational Communication in Classroom) ঃ– শিক্ষাদান একটি সংযোগমূলক প্রক্রিয়া। এটা ধরেই নেওয়া হয় যে শিক্ষক তাঁর চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন তত্ত্ব ও তথ্য, আচরণ, দক্ষতা প্রভৃতি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনে সঞ্চারিত করে দেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত না হলে এটি সম্ভব হয় না। এখানে শিক্ষক হলেন প্রেরক এবং শিক্ষার্থীরা গ্রাহক। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকের সঠিক সংযোগ স্থাপিত হলে তবেই শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটি সফল ও সার্থক হয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নিকট প্রাপ্ত উদ্দীপনা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারলে তারা সঠিক প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবে। এই প্রতিক্রিয়া জানানো যেতে পারে কোন প্রশ্নের উত্তর দানের মাধ্যমে, আবার আচরণ বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের মাধ্যমেও তা জানানো যায়।

শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ করতে হলে দেখতে হবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা যেন নিরবচ্ছিন্ন হয় ও কোনভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয়। এরজন্য শিক্ষকের জানা প্রয়োজন শ্রেণীকক্ষে সংযোগ স্থাপনের পথে বাধাগুলি কি কি ও কি কি? মোটামুটি **শ্রেণীকক্ষে যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হতে হয়,** সেগুলি হল –

(১) বাণিজ্যিক ও আমোদ-প্রমোদমূলক মাধ্যমজনিত বাধা – যেগুলি বিদ্যালয়ের বাইরে সৃষ্ট।

(২) অতিরিক্ত বাচনভঙ্গী বা ভাষার প্রয়োগ।

(৩) ভাষা বা বাচনভঙ্গীর ভুল অর্থ করা।

(৪) দিবাস্বপ্ন বা অলীক কল্পনা।

(৫) প্রত্যক্ষণের সীমাবদ্ধতা।

(৬) শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য।

এইবার বাধাগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক –

(১) ***বাণিজ্যিক ও আমোদ-প্রমোদমূলক মাধ্যমজনিত বাধা ঃ–*** একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে স্কুলের বাইরে রেডিও, টি.ভি. বা সিনেমাতে যে সমস্ত বাণিজ্যিক বা আমোদ-প্রমোদজনিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, সেগুলি শ্রেণীশিখনের তুলনায় অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক ও আকর্ষণীয়। শিক্ষার্থীরা এগুলির দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। ফলে তারা শিখনে অমনোযোগী হয়। আবার অনেক সময় শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যপুস্তক না পড়ে শিক্ষকের অজ্ঞাতসারে গল্পের বই ইত্যাদি পড়ে থাকে। এগুলি সংযোগ স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে শিক্ষাদান কার্য ও শিখন পদ্ধতিকেও আরও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা উচিত।

(২) ***অতিরিক্ত বাচনভঙ্গী বা ভাষার প্রয়োগ ঃ–*** শ্রেণীকক্ষে শিখনের সময় অতিরিক্ত ভাষা বা বাচনভঙ্গী প্রয়োগ করা হয়। বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষক যখন পাঠ্যবিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। কোন ছাত্র বুঝতে না পারলে শিক্ষক বারবার তা বোঝাতে থাকেন। একই কথা শিক্ষককে অনর্গলভাবে বারবার বলতে হয়। তা সত্ত্বেও কিছু ছাত্র ভাষাজ্ঞান কম থাকায় তারা শিক্ষকের বক্তব্য বুঝতে পারে না। আবার একই কথা বারবার বলার জন্য শ্রেণীকক্ষে একঘেয়েমি চলে আসে। শিক্ষকেরা সংযোগ স্থাপনে অসমর্থ হন।

REDMI NOTE 8 PRO AI QUAD CAMERA

যান। এই বাধা দূর করার জন্য শিক্ষক ভাষা ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি যেমন চার্ট, মডেল, টেপ-রেকর্ডার, ফিল্ম, ভিডিও ক্যাসেট প্রভৃতি ব্যবহার করে সংযোগ স্থাপন দৃঢ়তর করতে পারেন।

(৩) *ভাষা বা বাচনভঙ্গীর ভুল অর্থ করা (Referent Confusion) :—* অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষকের ভাষা শিক্ষার্থীরা ঠিকমত বুঝতে না পেরে তার ভুল অর্থ করে বসে এবং তার ফলে পাঠদানের উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হয়ে যায়। কোন শিক্ষক এটা দাবী করতে পারেন না যে তাঁর বক্তব্য শিক্ষার্থীরা নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করতে পারে। দেখা গেছে শিক্ষক যত বিমূর্ত ভাষা, জটিল শব্দ বা অপ্রচলিত ভাষা ব্যবহার করেন শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু থেকে তত দূরে চলে যায়।

(৪) *দিবাস্বপ্ন বা অলীক কল্পনা :—* দেখা গেছে শিক্ষকের পাঠদান যদি নীরস হয় তবে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বক্তব্য না শুনে দিবাস্বপ্ন বা অলীক কল্পনায় মশগুল হয়ে পড়ে। তারা অতীতে লব্ধ কোন আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতার বা অনাগত কোন রঙিন দিনের কথা কল্পনা করে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করে। অনেক সময় তারা কোন সিনেমার বা কোন নিমন্ত্রণ বাড়ির কথা ভেবে আনন্দলাভ করে। কিন্তু শিক্ষকের পাঠদান আকর্ষণীয় হলে শিক্ষার্থীরা দিবাস্বপ্ন দেখার সুযোগ পায় না। ফলে সংযোগ দৃঢ় হয়।

(৫) *প্রত্যক্ষণের সীমাবদ্ধতা :—* মনোবিজ্ঞান থেকে জানা যায়, আমাদের সামনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহু উদ্দীপক উপস্থাপিত করলেও আমরা খুব কম উদ্দীপককেই আমাদের প্রত্যক্ষণের গণ্ডীর মধ্যে আনতে সক্ষম হই। দোকানে তো বহু জিনিসই সাজানো থাকে, কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট ও নির্বাচিত সামান্য জিনিসের দিকে মনোযোগ দিতে পারি। ঠিক তেমনই শিক্ষক শ্রেণীতে বহু কথা বললেও শিক্ষার্থীরা অল্পসংখ্যক কথাতেই মনোযোগ নিবিষ্ট করে। একেই বলা হয় প্রত্যক্ষণের সীমাবদ্ধতা। এটিও সংযোগ স্থাপনের পথে বাধা। তাই কেবলমাত্র একটি ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর না করে শিক্ষার্থীদের একাধিক ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগালে সংযোগ আরও দৃঢ় হবে। শুধু কানে শোনা নয়, তার সঙ্গে চোখে দেখা ও হাতে-কলমে কাজের ব্যবস্থা করতে পারলে ফল ভাল হয়।

(৬) *শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য :—* শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা যদি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংযোগ স্থাপন বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরম, আলোর স্বল্পতা, তাজা বাতাসের অভাব, বসার অসুবিধা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ব্যাহত হয়। সঠিক সংযোগ স্থাপন করতে হলে যে সমস্ত কারণে শিক্ষার্থীরা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, সেগুলি সর্বাগ্রে দূর করতে হবে।

এডগার ডেল-এর অভিজ্ঞতার শঙ্কু (Edgar Dale's Cone of Experience) :— শিক্ষক হিসাবে আমরা ছাত্রদের কি শেখাতে চাই ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা খুব সহজ নয়। যাই হোক, ব্যাপকভাবে বলতে গেলে আমরা অর্থাৎ শিক্ষকেরা চাই শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ব, তার অধিবাসী, প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, বিভিন্ন বস্তু ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করুক। কিন্তু প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিকভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলে এই জ্ঞান অর্জনের কাজটি সহজ হয়। শিক্ষক যা শেখাতে চান শ্রেণীকক্ষে তিনি যদি সেই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও

REDMI NOTE 8 PRO AI QUAD CAMERA

প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে পঠন-পাঠন যেমন সহজ হয় শিখনও তেমনই দ্রুত ও স্থায়ী হয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে প্রতি বিষয়ে এইরকম অভিজ্ঞতা অর্জন করার ব্যবস্থা বা ঐ জাতীয় পরিবেশ তৈরী করা সহজ তো নয়ই, অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভবও। যেমন বলা যায়, ভূগোলে বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হয়। এখন ছাত্রদের সব দেশে নিয়ে যাওয়া যেমন সম্ভব নয় তেমনই শ্রেণীকক্ষে ঐ দেশ বা দেশবাসীকে আনাও সম্ভব নয়। তেমনই বিজ্ঞানে মহাকাশ অভিযান বা গ্রহদের গতিপথ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করার সময় বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষককে আসল অভিজ্ঞতার অনুরূপ কোন অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিকল্প ব্যবস্থাটি আসলের যত কাছাকাছি হবে শিখন তত ভাল হবে।

এই বিকল্প অভিজ্ঞতা বিভিন্নভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। রেডিও, টি.ভি., ফিল্ম ইত্যাদি যেমন এর ব্যবস্থা করতে পারে তেমনই শিক্ষক নিজেও ছবি, চার্ট, মডেল, নমুনা, নক্‌শা ইত্যাদির মাধ্যমে এর ব্যবস্থা করতে পারেন। এডগার ডেল বিভিন্নজাতীয় অভিজ্ঞতার শ্রেণীকরণ করে সেগুলির উপযোগিতা ও উপকারিতার কথা বলেছেন। তিনি একটি চিত্ররূপের সাহায্যে প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার আপেক্ষিক বা তুলনামূলক গুরুত্বের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতার চিত্ররূপটি জ্যামিতিক 'শঙ্কু' (Cone) আকারের বলে এটিকে 'অভিজ্ঞতার শঙ্কু' (Cone of Experience) বলা হয়।

এডগার ডেল-এর অভিজ্ঞতার শঙ্কু

শঙ্কুর একেবারে নীচে অর্থাৎ ভিত্তিতে (base) স্থাপন করা হয়েছে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি উদ্দেশ্যমূলক অভিজ্ঞতাসমূহকে। একেবারে শীর্ষ বা চূড়ায় (Pinnacle) রয়েছে বাচনিক প্রতীক (Verbal Symbols)। প্রত্যক্ষতার বিচারে বাচনিক বা ভাষামূলক প্রতীক একেবারে শেষ স্তর। শঙ্কুটি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে ভিত্তি থেকে চূড়ার দিকে যতই আরোহণ করা হবে অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতার মান ততই কমতে থাকবে। তাই বলা যায়

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

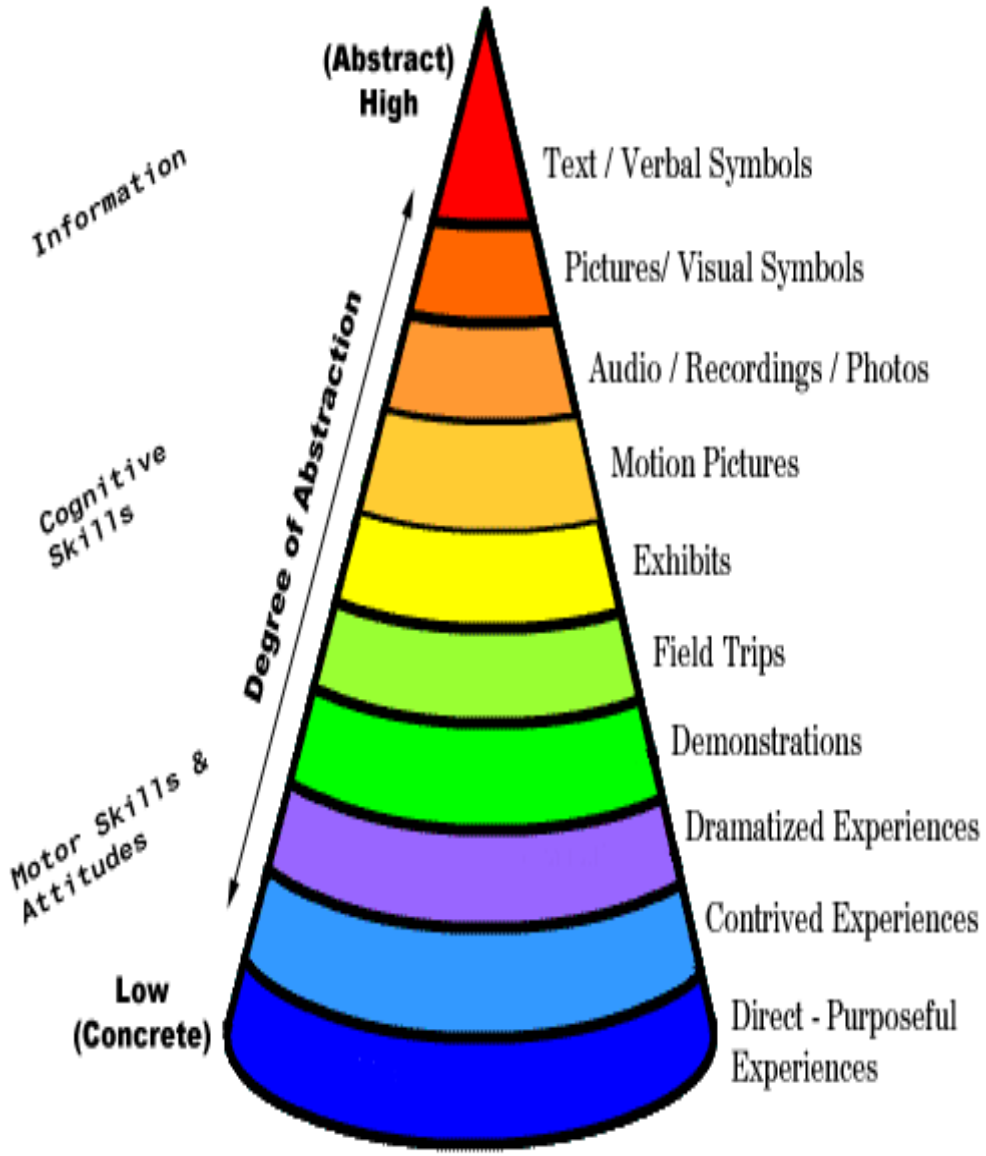

Graphic courtesy of Edward L. Counts, Jr.

নাট্যরূপের মধ্যে লব্ধ অভিজ্ঞতার গুরুত্ব শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের 'প্রদর্শন' (demonstration) থেকে অধিকতর কার্যকরী। শীর্ষে যে বাচনিক প্রতীক বা সংকেতের কথা বলা হয়েছে সেগুলি বিমূর্ত ধরনের। আবার চূড়া থেকে ভিত্তির দিকে অবরোহণ করতে থাকলে বিমূর্ত ধারণার বদলে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণ সাধারণ প্রদর্শনীর চেয়ে অধিকতর কার্যকরী ও সুফলপ্রদ। এখন শঙ্কুর বিভিন্ন অংশে যে সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে সেগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করা হল কারণ সঠিক সংযোগ স্থাপনে এগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(১) ***প্রত্যক্ষ ও উদ্দেশ্যমূলক অভিজ্ঞতা (Direct purposeful Experience) :–*** শঙ্কুর একেবারে নীচে অর্থাৎ ভূমিতে এই জাতীয় অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। বাস্তব বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলেই এই জাতীয় অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। এডগার ডেলের মতে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষই নয়, উদ্দেশ্যমূলকও। ধরা যাক, শ্রেণীতে ছাত্রদের কোন গ্যাস প্রস্তুতকরণ সম্বন্ধে পাঠ দিতে হবে। পরীক্ষাগারে শিক্ষকের নির্দেশনায় ও সহায়তায় যদি ছাত্রেরা সেই গ্যাস প্রস্তুত করে এবং তার ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলি পরীক্ষা করে তাহলে তারা একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। ছাত্রেরা নিজেরা যুক্ত থাকায় হাতে-কলমে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করবে। এটিই হবে পরবর্তী উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের ভিত্তিস্বরূপ। এগুলির সঙ্গে যুক্ত করে ও সম্পর্ক রেখে আরও বিভিন্নজাতীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব।

(২) ***উদ্ভাবিত কৌশল-লব্ধ অভিজ্ঞতা (Contrived Experience) :–*** শিক্ষার্থীরা কোন উদ্ভাবিত নমুনা বা মডেলের সহায়তায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাকে বলা হয় কৌশল-লব্ধ অভিজ্ঞতা। অনেক সময় বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ বা পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় না। তখন বাস্তবের অনুরূপ কোন মডেল তৈরী করে ছাত্রদের তার কার্যকারিতা বোঝানো যায়। যেমন মানবশরীরের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, চোখ, কান ইত্যাদির বা গাড়ির ইঞ্জিনের মডেল কিনতে পাওয়া যায় বা তৈরী করা যায়। এগুলি ছাত্রেরা নিজেরাও পরিচালনা করতে পারে। এইভাবে সে বাস্তবের প্রায় অনুরূপ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। মডেল বাস্তব নয়, কিন্তু তার অনুরূপ বা কাছাকাছি। বাস্তব জটিল হতে পারে কিন্তু মডেলগুলি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ও সরল। এগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলি তুলে ধরার জন্যই নির্মিত হয়। বাস্তবের বিকল্প হিসাবে মডেলগুলি অত্যন্ত কার্যকরী।

(৩) ***অভিনয়াভিত্তিক বা নাট্যরূপায়িত অভিজ্ঞতা (Dramatised Experience) :–*** কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা সাহিত্যের কোন গল্প বা কবিতা যখন নাট্যরূপে উপস্থাপিত করা হয় এবং ছাত্ররা তাতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তখন তাকে নাট্যরূপায়িত অভিজ্ঞতা বলে। এটি অনেকক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার চেয়েও অধিকতর কার্যকরী। বাস্তব অভিজ্ঞতার অপ্রয়োজনীয় বা কম গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি বাদ দিয়ে কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির উপর জোর দেওয়া যায়। তাছাড়া সাজপোশাক, সংলাপ এবং নাটকীয়

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

পরিবেশ সৃষ্টি করে ছাত্রদের বাস্তবের মুখোমুখি করে দেওয়া সম্ভব। বলা বাহুল্য, যা মুখস্থ করে জ্ঞান অর্জন করার চেয়ে এই পদ্ধতি অনেক বেশি কার্যকরী হয়।

(৪) ***প্রদর্শন (Demonstration)*** :— এডগার ডেলের মতে প্রদর্শন হল কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, পদ্ধতি বা তত্ত্বের চাক্ষুষ ব্যাখ্যা (A demonstration is a visual explanation of an important fact or idea or process)। প্রদর্শক বা ছাত্রদের সামনে দেখান কিভাবে ঘটনাগুলি ঘটছে। শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষা, গণিতে ত্রিভুজের বিভিন্ন ধর্ম এইভাবে চাক্ষুষ ব্যাখ্যার সাহায্যে বোঝানো যায়। এতে শিক্ষক বা প্রদর্শকই সক্রিয় থাকেন এবং ছাত্ররা কেবল লক্ষ্য করে যায়।

(৫) ***শিক্ষামূলক ভ্রমণ (Field Trips)*** :— এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষের বাইরে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, পরিকল্পনা প্রভৃতি যেমন দেখা যায় তেমনই কোন স্বনামধন্য, বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিতও করে দেওয়া যায়। ছাত্ররা প্রত্যক্ষ ও হাতে-কলমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়। তবে এজন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন।

(৬) ***প্রদর্শনীমূলক অভিজ্ঞতা (Exhibits)*** :— এটি কিন্তু প্রদর্শন থেকে পৃথক। অনেক সময় বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন বিষয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে থাকেন। বর্তমানে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রদর্শনী বিভিন্ন জেলায় বা শহরে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রচেষ্টায় সংগঠিত হচ্ছে। শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্ররা সেগুলি দেখতে যাবে। তার পর হতে পারে আবার নিজেরা কোন মডেল তৈরী করে ঐ প্রদর্শনীতে প্রদর্শকও হয়ে নিজের হাতে কোন মডেল বা যন্ত্র তৈরী করতে পারলে ছাত্ররা যেমন তার ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তেমনই একটি সৃষ্টির আনন্দও লাভ করে।

(৭) ***টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র (Television and Motion Pictures)*** :— টি.ভি. চলচ্চিত্রে শব্দ, গতি ও বর্ণের এমন সুষম সমন্বয় সাধিত হয় যে এগুলির মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তা বাস্তবের খুব কাছাকাছি। এগুলি যদি শিক্ষামূলক হয় তবে তৈরী করার সময় বিশেষ যত্নও নেওয়া হয়। যদি এতে ছাত্ররা দর্শকের ভূমিকায় থাকে তবুও তারা মানসিকভাবে অনুষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এসব অনুষ্ঠানের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দেওয়া সম্ভব। অতীতের ঘটনা সাজিয়ে যেমন অনুষ্ঠান করা সম্ভব তেমনই কোন ঘটনা সরাসরি সম্প্রচার করাও সম্ভব। ফলে ছাত্ররা বিভিন্ন স্থানের ঘটনা একই স্থানে বসে প্রত্যক্ষ করতে পারে। তাই বলা হয়, এই দুটি মাধ্যম সমগ্র বিশ্বকে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে এনে হাজির করেছে।

(৮) ***স্থির চিত্র, রেডিও ও রেকর্ড (Still Pictures, Radio, Records)*** :— চিত্র বা ফটোগ্রাফ বা বাস্তবের কোন চাক্ষুষ উপকরণ হিসাবে অঙ্কিত চিত্র, রেডিও, রেকর্ডও অভিজ্ঞতা অর্জনের অন্যতম উপায়। টি.ভি. বা চলচ্চিত্রের একটা সুবিধা এতে দৃশ্য ও শ্রাব্য দু-ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় কিন্তু স্থির চিত্র, রেডিও বা রেকর্ড দৃশ্য নয়তো শ্রাব্য — দুয়ের সংমিশ্রণ নয়। তবু এগুলি কার্যকরী।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

(৯) ***চাক্ষুষ প্রতীক, চক বোর্ড, মানচিত্র, নকশা, চার্ট প্রভৃতি (Visual Symbols, Chalk Board, Flat Maps, Diagrams, Charts, etc.)*** **ঃ—** এগুলি অনেকটা বিমূর্ত প্রকৃতির। এগুলি শিক্ষক মহাশয়কে বুঝিয়ে দিতে হয়। এগুলি চাক্ষুষ উপকরণ এবং একেবারে নীচু শ্রেণীর ছাত্ররাও এতে উপকৃত হতে পারে। তবে এরজন্য শিক্ষককে আরও সতর্ক এবং প্রস্তুত থাকতে হবে।

(১০) ***বাচনিক প্রতীক (Verbal Symbols)*** **ঃ—** অভিজ্ঞতা অর্জনের সবচেয়ে বিমূর্ত উপায় হল বাচনিক বা ভাষামূলক প্রতীক। কোন বাক্য বা শব্দ বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিলিপি নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না ছাত্ররা তা উপলব্ধি করে কল্পনার সাহায্যে বাস্তব ঘটনার একটি মানসিক ছবি এঁকে নিচ্ছে। একটি বাক্য হল — 'বনের পাশ দিয়ে একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে।' 'বন', 'লোক' বা 'ঘোড়া' শব্দগুলি কোন ছবি বোঝায় না। কিন্তু এই বাক্যটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক মনে যে ছবিটি এঁকে নেয় তা অর্থবহ হয়ে ওঠে। বাচনিক প্রতীকের অর্থ শিক্ষার্থীর মানসিক উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল। যে সমস্ত ছাত্র মনে মনে ছবি আঁকতে অসমর্থ তাদের নিকট বাচনিক প্রতীক কতকগুলি অসংলগ্ন ও অর্থহীন বাক্যের সমষ্টিমাত্র।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। এডগার ডেল অভিজ্ঞতা অর্জনের যে সমস্ত স্তরের কথা বলেছেন তাতে স্তরগুলি অত্যন্ত সরলীকৃত করা হয়েছে। তবুও বলতে হয় এগুলিতে অভিজ্ঞতাগুলির আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা যায়, বর্তমানে বিজ্ঞান বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন মিউজিয়াম, গ্রহ-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং ইতিহাস বিষয়ে আলো ও শব্দের সাহায্যে অতীতকে বর্তমানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তেমন ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। কোলকাতা, দিল্লী প্রভৃতি শহরে এরকম বহু ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গ্রামের ছাত্ররা এই সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করতে বেশ অসমর্থ। বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা (Mobile Exhibition) বিড়লা ইনস্টিটিউট বা অন্য কোন সংস্থা করে থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

সংযোগ স্থাপন ও তথ্য প্রযুক্তি (Communication and Information Technology) ঃ— যোগাযোগ বা সংযোগ স্থাপন হল একটি বিনিময় পদ্ধতি — অর্থাৎ কোন সংবাদ, বাণী বা শব্দের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। কোন তথ্য, তত্ত্ব বা নীতির সঙ্গেও এই সংযোগ স্থাপনকে যুক্ত করা যেতে পারে।

যোগাযোগের ইংরেজী প্রতিশব্দটির উৎস হল ল্যাটিন শব্দ Communicare। এর অর্থ হল, সর্বজন সমক্ষে কিছু জ্ঞাত করা। আবার গ্রীক শব্দ Communis-এর অর্থ হল, সাধারণীকরণ বা সকলকে জানানো (to make common)। এইভাবে কোন একটি ধারণা, ভাব, নীতি বা তত্ত্ব একজনের নিকট থেকে আরেকজনকে, তার থেকে অন্যজনকে — এইভাবে জানাতে জানাতে সর্বসাধারণকে জানানো সম্ভব হয়। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক Aristotle-এর মতে, সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বুঝিয়ে শুনিয়ে কোন একজনকে

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

এমনভাবে প্রভাবিত করা হয় যাতে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা সম্ভব হয়। শিক্ষাবিদ D... এর মতে, সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতাগুলি এমনভাবে ভাগ করা হয় ... অভিজ্ঞতা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। Dr. D. Berlo-র মতে, সংযোগ স্থা... প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে একটা পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার পদ্ধতি যার মাধ্যমে ... উপকার হতে পারে এমন একটা সাধারণ বোঝাপড়ায় আসা সম্ভব। Edgar Dale ... স্থাপনকে ভাব ও অনুভূতির ভাগাভাগি বা অংশগ্রহণ বলে মনে করেন যার মাধ্যমে ... পারস্পরিক সমতা সৃষ্টি হয়। Wilber Schramn মনে করেন সংযোগ স্থাপনে ... সেই সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে যার মাধ্যমে তথ্য এবং ভাবের বিনিময় ... এবং সেগুলি সকলে ভাগ করে নিতে পারবে।

যোগাযোগের মাধ্যম (Communication Media) :– যে কোন ... সাহায্যে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব তাকেই যোগাযোগের মাধ্যম বলা যেতে ... Wilber Schramn (Stanford University)-এর মতে, এই মাধ্যম কথা ... ভঙ্গী, ছবি, চাক্ষুষ দর্শন, মুদ্রিত বস্তু, সম্প্রচার, ফিল্ম — এক কথায় যত সংকেত ... বা চিহ্ন আছে— যেগুলির মাধ্যমে মানুষ কোন অর্থ বা মূল্যবোধ একজন থেকে ... একজনের মধ্যে সঞ্চালিত করতে পারে সেগুলিকেই যোগাযোগের মাধ্যম বলা ...

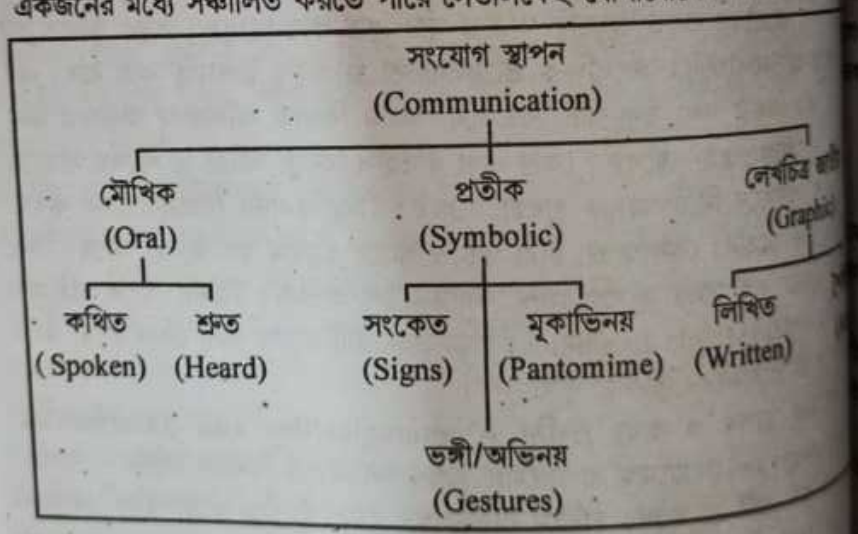

সংযোগ স্থাপনের বিভিন্ন আকার

যোগাযোগের উপাদান (Elements of Communication) :– যোগাযোগ ... আমরা বুঝি একজনের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বা কোন তথ্য, নির্দেশ একজন থেকে ... একজনের মধ্যে সঞ্চালিত করা। কিন্তু এই যোগাযোগ কতকগুলি উপাদানের ... নির্ভরশীল। যোগাযোগ সংঘটিত হয় প্রেরক (sender) বা উৎস (source) এবং ... গ্রাহক (receiver)-এর সঙ্গে। কিন্তু এর মধ্যে আরও কয়েকটি উপাদান থেকে ... সেগুলি হল —

(১) *যোগাযোগ ভূমিকা বা পটভূমি (Context)* :— এগুলি ভৌত (যেমন — শ্রেণীকক্ষ, বক্তৃতা হল বা মঞ্চ), সামাজিক, মনোবৈজ্ঞানিক বা কালগত (সময়, দিন ইত্যাদি) হতে পারে।

(২) *সংবাদ (Message)* :— আমরা যখন কোন বিষয়ে যোগাযোগ করতে চাই তখন তাকেই বলা হয় সংবাদ বা বার্তা। এগুলি মৌখিক বা সংকেত জাতীয় হতে পারে।

(৩) *প্রতীক বা চিহ্ন (Symbol)* :— অনেক সময় গোপনীয়তা রক্ষার জন্য (যেমন, মিলিটারিতে) বা পাঠানোর সুবিধার জন্য কতকগুলি প্রতীক বা চিহ্নের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। কিন্তু এগুলি সম্বন্ধে প্রেরক ও গ্রাহক উভয়েই আগের থেকে অবহিত থাকেন। এগুলি মৌখিক বা অমৌখিক, উভয় জাতীয় হতে পারে।

(৪) *মাধ্যম (Channel)* :— এটি হল একটি নির্দিষ্ট উপায় যার মাধ্যমে বার্তা সঞ্চালিত হয়। এই মাধ্যমগুলি আমাদের প্রত্যক্ষণের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, যেমন — চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। সেই অনুযায়ী মাধ্যমগুলি হতে পারে দৃশ্য, শ্রাব্য, ঘ্রাণজ, স্বাদজ এবং স্পর্শজ।

(৫) *সংকেত যোগ করা (Encoding)* :— আমরা কোন ধারণা বা অনুভূতি সঞ্চালিত করার সময় প্রতীকগুলিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থায় সাজিয়ে নিতে পারি। এতে গোপনীয়তা বজায় থাকে। এই পদ্ধতিকে Ciphering বলা হয়ে থাকে। যেমন, ইংরাজীতে একটি সংকেত প্রেরণের সময় বর্ণটি না লিখে তার সংখ্যাটি লেখা হবে। সেক্ষেত্রে —

R A M I S A B O Y বাক্যটি লেখা হবে এই ভাবে —

18 1 13 9 19 1 2 15 25

(৬) *সংকেত বিমুক্তকরণ (Decoding)* :— এই পদ্ধতিতে গ্রাহক প্রেরকের কাছ থেকে যে সংকেত বা বার্তা পেয়েছেন সেগুলিকে গ্রহণ করে নিয়মানুযায়ী সংকেত মুক্ত করবেন। এই পদ্ধতিকে Decipheringও বলা হয়।

(৭) *প্রত্যাবর্তন (Feedback)* :— গ্রাহক যখন প্রেরকের বার্তা গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রেরকের নিকট সাড়া দিয়ে বার্তা পাঠান। এটিকে বলা হয় বার্তার প্রত্যাবর্তন।

(৮) *বাধা (Obstacle)* :— গ্রাহক ও প্রেরকের মধ্যে বার্তা সঞ্চালনে বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ কোন বাধা বার্তা সঞ্চালনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। এগুলিকে বাধা বলা হয়।

(৯) *প্রেরক বা উৎস (Sender)* :— কোন একজন ব্যক্তি বা কোন একটি ঘটনা অন্য একজন ব্যক্তির নিকট মৌখিক বা অমৌখিকভাবে কোন সংকেত প্রেরণ করে। এর উদ্দেশ্য হল গ্রাহকের মধ্যে একটি সাড়া বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। যিনি এ জাতীয় সংকেত পাঠান তাঁকেই বলা হয় প্রেরক এবং তিনি যা পাঠান তাকে বলা হয় সংবাদ বা বার্তা।

(১০) *প্রাপক (Receiver)* :— প্রেরকের বার্তা যিনি গ্রহণ করেন তাঁকে বলা হয় প্রাপক। তিনি বার্তা গ্রহণ করে তার অর্থ বা তাৎপর্য উপলব্ধি করেন এবং সেইমত সাড়া দিয়ে থাকেন বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

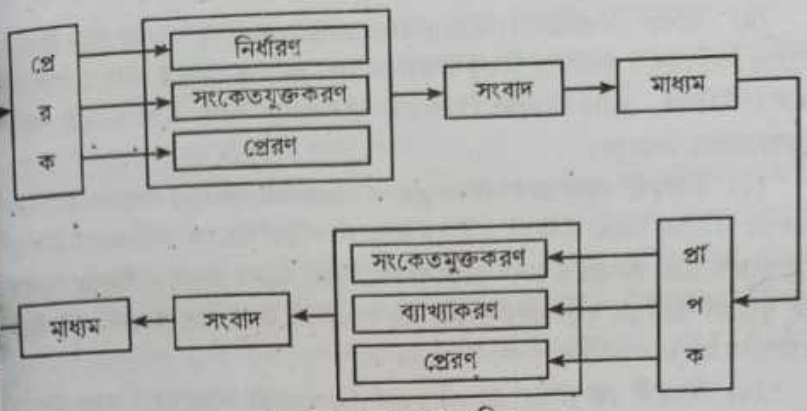

যোগাযোগ মডেলের রেখাচিত্র

যোগাযোগের বিভিন্ন রকম (Types of Communication) ঃ— যোগাযোগ পদ্ধতিকে চারটি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা সম্ভব। একই ব্যক্তি নিজের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন (Intra-individual), বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন (Inter-individual), আবার দলগত (Group) যোগাযোগ এবং গণসংযোগও (Mass) হতে পারে। আমরা যখন কোন চিন্তা করি বা ব্যক্তিগত কোন সমস্যার সমাধান করি তখন নিজ সত্তার সঙ্গেই যোগাযোগ করি। এটি হল আন্তর ব্যক্তিগত যোগাযোগ। আবার যখন অন্যের সঙ্গে কথা বলি, আলাপ করি, সাক্ষাৎকার নিয়ে থাকি বা দিয়ে থাকি, তখন অন্তর ব্যক্তিগত যোগাযোগ সংঘটিত হয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দলগত যোগাযোগের দৃষ্টান্ত। আবার বৃহত্তর জনসমষ্টির সঙ্গে যোগাযোগ, যেমন— রেডিও, টি.ভি., সঙ্গীতানুষ্ঠানে একসঙ্গে হাজার হাজার লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। এটিকে গণসংযোগ বলা হয়।

যোগাযোগের কৌশল (Techniques of Communication) ঃ— যোগাযোগ প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন উপায়ে সম্পাদিত হয়। সাধারণত যোগাযোগ নিম্নরূপ হতে পারে —

(১) ***বিধিবদ্ধ যোগাযোগ (Formal Communication) ঃ—*** এটিকে নিয়মমাফিক যোগাযোগ বলে এবং এটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। শ্রেণীকক্ষে যোগাযোগ এই জাতীয়। এক্ষেত্রে সংযোগটি উপর থেকে নীচের দিকে চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এই সংযোগ নীচ থেকে উপর দিকেও স্থাপিত হতে পারে।

(২) ***অবিধিবদ্ধ যোগাযোগ (Informal Communication) ঃ—*** এটি নিয়মবহির্ভূত যোগাযোগ। কোন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে যখন সুযোগ সুবিধামত কোন তথ্য বা সংবাদ পরিবেশন করা হয় এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় তখন যোগাযোগের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি মেনে চলা হয় না। তবে এই জাতীয় যোগাযোগে অনেক সময় কোন মিথ্যা কথা, মিথ্যা ধারণা বা গুজবের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(৩) ***মৌখিক যোগাযোগ (Oral Communication) ঃ—*** যখন কোন তথ্য বা সংবাদ মৌখিক বা অলিখিতভাবে উপস্থাপন করা হয় তখন তাকে মৌখিক যোগাযোগ বলে। টেলিফোনে কথাবার্তা বলা এর সবচেয়ে ভাল উদাহরণ।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

(৪) *লিখিত যোগাযোগ (Written Communication)* :– যখন কোন তথ্য সংবাদ লিখিতভাবে প্রাপকের নিকট উপস্থাপন করা হয় তখন তাকে লিখিত যোগা বলে। চিঠিপত্র, প্রচার পুস্তিকা, পোস্টার, টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স ইত্যাদি এই যোগাযোগের উদাহরণ।

(৫) *ঊর্ধ্বমুখী যোগাযোগ (Upward Communication)* :– যখন নিম্নতর কর্মীদের থেকে ঊর্ধ্বতর কর্মীদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তখন তাকে ঊর্ধ্ব যোগাযোগ বলে। সাধারণত কোন অফিসের কর্মচারীরা তাদের অভাব-অভিযোগ, মত বা সুপারিশ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট এই পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করেন। এই যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

(৬) *নিম্নমুখী যোগাযোগ (Downward Communication)* :– যখন ঊর্ধ্ব স্তর থেকে নিম্নতন স্তরে কোন তথ্য বা সংবাদ প্রেরণ করা হয়, তখন তাকে নিম্ন যোগাযোগ বলে। এটি হল যোগাযোগের একটি অতি পরিচিত ও সাধারণ প্রক্রিয়া।

(৭) *আনুভূমিক যোগাযোগ (Horizontal Communication)* :– যখন নি প্রতিষ্ঠানের সমস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় তখন তাকে অনুভূ যোগাযোগ বলে। বিভিন্ন কল-কারখানার ম্যানেজার, বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষিকা প্রভৃতির মধ্যে এই নিয়মে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।

যোগাযোগের প্রকৃতি (Nature of Communication) :– জ্ঞান ব সঞ্চালনের মাধ্যমই হল যোগাযোগ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো বটেই, অন্যান্য বিভিন্ন যোগাযোগ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যোগাযো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন যোগাযোগের মধ্যে একটা ব্যাপকতা আছে। এর ম বিভিন্ন জাতীয় তথ্য বা সংবাদ পরিবেশন করা সম্ভব। যোগাযোগের মাধ্যমে চিন্তার আসে এবং কিভাবে তথ্য পরিবেশন করে প্রাপককে নিজ ধারণার অনুবর্তী করা যা সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। এটি হল ভবিষ্যতে নেতৃত্বদানের একটি গুরু সোপান। এর মাধ্যমে একটা সহানুভূতিশীল ও সহৃদয় সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব। কোন কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতে হলে বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের প্রয়োজন। যোগাযোগ সেই সমন্বয় স্থাপন করে পারস্পরিক সহযোগি ক্ষেত্রটি আরও বিস্তৃত করে দেয়। বলা যেতে পারে এই যোগাযোগই হল সহযোগি ভিত্তি। শিক্ষাক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান শিক্ষক থেকে সহশিক্ষক, শিক্ষা শিক্ষাকর্মী সকলেই এই সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করেন এবং তার জন্য প্রয়ো উপযুক্ত যোগাযোগ। আবার শিক্ষামন্ত্রক বা শিক্ষাদপ্তরের বিভিন্ন নির্দেশ প্রধান শিক্ষক মেনে চলতে হয়। এর পশ্চাতেও রয়েছে যোগাযোগ এবং তার ফলশ্রুতি হল সহযোগি আবার উপযুক্ত যোগাযোগের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা ও দক্ষতা স নিম্নতন কর্মীদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে এবং তার ফলে একটা আনু

উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। আনুগত্য না থাকলে যে কোন কাজে বিশৃঙ্খলা আসতে বাধ্য। সবশেষে বলা যায় উপযুক্ত ও সুষ্ঠু যোগাযোগের ফলে সকলের মধ্যে কাজের আগ্রহ ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় এবং কাজে সন্তুষ্টি আসে। সকলের ক্ষেত্রেই এই 'কর্ম সন্তুষ্টি' অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এটি যোগাযোগের মাধ্যমেই আসা সম্ভব।

যোগাযোগের উদ্দেশ্য (Purpose of Communication) ঃ— যোগাযোগ করার প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখন এর পেছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। প্রত্যেক উদ্দেশ্যের সঙ্গে কোন না কোন চাহিদা যুক্ত থাকে এবং সেগুলি সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকলেও কিছু কিছু উদ্দেশ্য অবচেতন স্তরেও থাকতে পারে। যোগাযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইচ্ছাপ্রসূত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে। সংক্ষেপে যোগাযোগের উদ্দেশ্যগুলি হল —

(১) কোন তথ্য, সংবাদ বা বার্তা প্রেরণ, গ্রহণ ও বিনিময় করা।
(২) প্রতিষ্ঠানগত কর্মীদের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক স্থাপন করা ও তা বজায় রাখা।
(৩) একজনের চিন্তাধারা বা ধারণা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত ও সঞ্চালিত করা।
(৪) চিন্তা-ভাবনা ও কর্ম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
(৫) কল্পনাকে বাস্তবায়িত করা বা অন্যকে সেই সম্বন্ধে জানানো।
(৬) বিভিন্ন কথার অর্থ অনুধাবন করা।
(৭) অভিজ্ঞতার প্রসারণ।
(৮) অভিজ্ঞতার অর্থ উপলব্ধি করা এবং সেগুলির প্রয়োগ।
(৯) অন্যকে প্রভাবিত করে নিজস্ব মত বা ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা।
(১০) অন্যের মতামতের ভিত্তিতে ভুল ধারণা বা মত সংশোধন করা।
(১১) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যে সমজাতীয় মনোভাব সৃষ্টি করা।
(১২) 'আমি মনোভাব'-এর পরিবর্তে 'আমরা মনোভাব' (we feeling) সৃষ্টি করা।

শ্রেণীকক্ষে যোগাযোগ (Classroom Communication) ঃ— শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-শিখনের স্বেত্রে সংযোগ স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যৌথভাবে কাজ করতে পারে। বলা যায়, কার্যকরী শিখন এবং সংযোগ স্থাপন সমার্থক। যাঁরা সুশিক্ষক, তাঁরা ভালভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন এবং যাঁরা ভালভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন তাঁরাই সুশিক্ষক হতে পারেন। আজকের সমাজে সংযোগ স্থাপনের বহু আধুনিক মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে। শিখন-যন্ত্রাদির মধ্যে এই সমস্ত আধুনিক মাধ্যম সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে শিক্ষার্থীদের মন ঠিকমত তৈরী করা সম্ভব বা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত করা সম্ভব। সুশিক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধন বা মিথসংযোগ সাধন (Inter Communication)। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও তার উত্তরে প্রতি-প্রতিক্রিয়া এবং অবিরাম বার্তা প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এর চিত্ররূপটি এইরকম হবে —

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

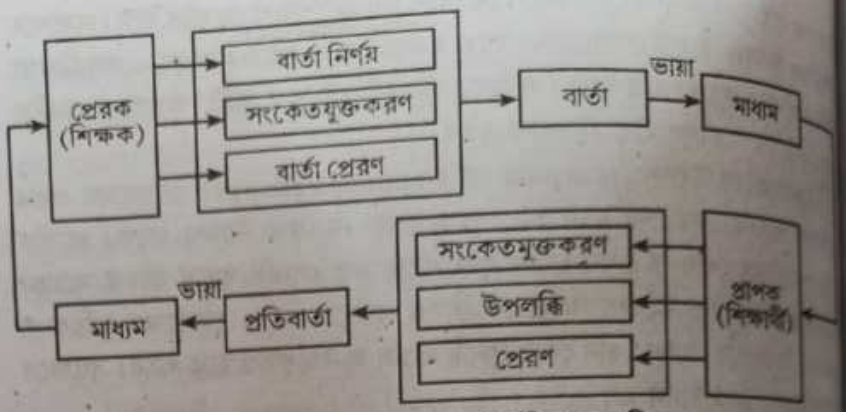

শ্রেণীকক্ষে যোগাযোগের (মিথষ্ক্রিয়া) রেখাচিত্র

শিক্ষক বা শিক্ষার মাধ্যম যে বার্তা প্রেরণ করেন সেটি বাচনিক বা ভাষামূলক (verbal) হতে পারে অথবা চাক্ষুষ (visual) হতে পারে। শিক্ষার্থী সেটি শুনে, দেখে পরীক্ষণ করে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। শ্রেণীকক্ষে যে সংযোগ মাধ্যমটি ব্যবহৃত হ দেখতে হবে সেটি যেন আদর্শ মাধ্যম হয় যাতে বার্তা প্রেরণ এবং প্রতিবার্তা গ্রহণ অর্থা উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সুষ্ঠু সংযোগ স্থাপিত হয়।

বাচনিক ও অবাচনিক সংযোগ (Verbal and Non-verbal Communication) ঃ– শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংযোগকে দুটি প্রধ ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল — বাচনিক সংযোগ স্থাপন এবং অন্যটি হল অবাচনি সংযোগ স্থাপন। বাচনিক ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারটিই মুখ্য, কিন্তু অবাচনিক সংযো ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার গৌণ। বাচনিক ক্ষেত্রে প্রাপক প্রেরকের বার্তা শ্রবণ করে কি অবাচনিক ক্ষেত্রে দৃষ্টির অর্থাৎ দেখার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এটি চিত্ররূপের মাধ্যমে এটি প্রকাশ করা হল —

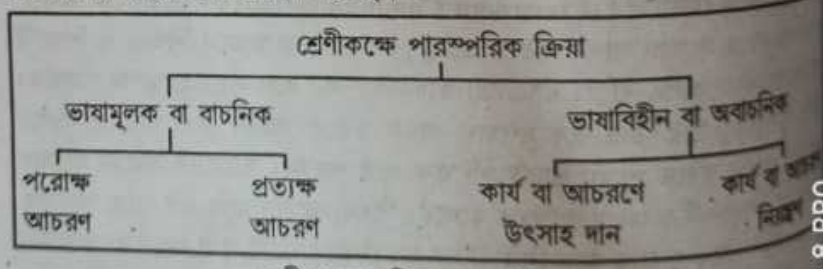

শ্রেণীকক্ষে বাচনিক ও অবাচনিক সংযোগ

শ্রেণীকক্ষে বাচনিক সংযোগ স্থাপনের বাধা বা অসুবিধা (Barriers of Verbal Communication in Classroom) ঃ– শ্রেণীকক্ষে বাচনিক সংযোগ স্থাপনের কতকগুলি বাধা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্ত অসুবিধাগুলি দূর প্রয়োজন, নাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত সুফল লাভ সম্ভব নাও হতে পারে। শ্রেণীকক্ষে বাচনিক সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অসুবিধাগুলি দেখা যায়, হল —

REDMI NOTE 8 PRO AI QUAD CAMERA

(১) শিক্ষকের কথা যদি শিক্ষার্থীরা স্পষ্টভাবে শুনতে না পায়।
(২) শিক্ষক যদি অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে কথা বলেন।
(৩) শিক্ষকের উচ্চারণ যদি অস্বাভাবিক হয় যা শিক্ষার্থীরা বুঝতে অসমর্থ (যেমন — আঞ্চলিক ভাষা)।
(৪) অপরিচিত শব্দ বা কোন বিশেষ শব্দ (technical term) ব্যাখ্যা না করে বলা।
(৫) শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক ভিত্তির সন্ধান না করে উচ্চ স্তরের বার্তা পরিবেশন।
(৬) শিক্ষার্থীদের অমনোযোগিতার জন্য দিবাস্বপ্নে নিমগ্ন হওয়া।
(৭) বিষয়বস্তু অপরিকল্পিতভাবে পরিবেশন করা।
(৮) তাৎক্ষণিক বার্তা প্রত্যাবর্তনের (feedback) অভাব।
(৯) শ্রেণীকক্ষের অসুবিধাজনক বা অস্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ।
(১০) শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক বা কৃষ্টিমূলক পার্থক্য।

অবাচনিক সংযোগ (Non-verbal Communication) :— বাচনিক এবং অবাচনিক সংযোগ একই সঙ্গে পাশাপাশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীদের উপর যেমন বাচনিক সংযোগের একটা প্রভাব আছে, তেমনি অবাচনিক সংযোগেরও একটা পৃথক ও বিশেষধর্মী প্রভাব আছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে অবাচনিক সংযোগ বাচনিক সংযোগকে সহায়তা করে। এই সংযোগে শিক্ষার্থীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য, মুখের অভিব্যক্তি, সঠিক স্থানে দাঁড়ানো, কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপণ, ভঙ্গিমা, শ্রেণীকক্ষ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। শিক্ষকতা কার্যে সফল হতে হলে শিক্ষককে বাচনিক ও অবাচনিক সংযোগের ভাল-মন্দ সমস্ত দিক বিচার করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শ্রেণীকক্ষে সফল সংযোগ স্থাপন (Effective Classroom Communication) :— শ্রেণীকক্ষে সংযোগ স্থাপন সফল করতে হলে কতকগুলি বিশেষ দিক বা উপাদানের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রধান হল —

(১) ***দ্বি-মুখী সংযোগ স্থাপন (Two-way Communication) :—*** শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের ভূমিকাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দুটিই সমান জরুরী। পূর্বে শিক্ষক একাই বার্তা প্রেরণ করতেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া জানানোর কোন সুযোগ থাকত না। সেক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপন হত একমুখীভাবে (one-way), অর্থাৎ —

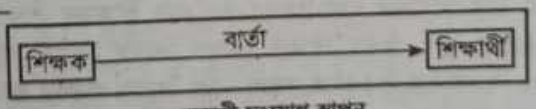

একমুখী সংযোগ স্থাপন

শিক্ষক কেবল বক্তৃতার মাধ্যমে বা কোন পরীক্ষণ প্রদর্শনের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করতেন এবং ধরেই নিতেন, শিক্ষার্থীরা সব বুঝে নিয়েছে। কিন্তু দ্বিমুখী সংযোগ স্থাপনে শিক্ষার্থীদের বার্তা প্রত্যাবর্তনের অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া জানানোর একটা সুযোগ থাকে। এর ফলে তারা শিক্ষকের নিকট অধিকতর তথ্য জানার,

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA